Edit with WPS Office

Prof. Pratim Maity, Department of Education, Narajole Raj College

Semester-I, GE1T, Unit-II

বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাবা-মায়ের কী কী ভূমিকা পালন করা দরকার ?

অথবা,

কৈশোর কালে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করো ?

কৈশোর কালে বা বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা মানসিক, দৈহিক, সামাজিক নানা রকম চাহিদা সমূহের সম্মুখীন হয়। এই চাহিদা তাদেরকে দিশেহারা করে তোলে। সেই জন্য অনেকে এই সময়টিকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল এবং উৎকণ্ঠা দ্বন্দ্বের কাল বলে মনে করেন। এই সময় কার ছেলে মেয়েদের জন্য যেসব শিক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. এই বয়সে ছেলে মেয়েরা সাধারণত মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করে । তাই এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাড়িতে বাবা মা কিশোর-কিশোরীদের আচার আচরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন ।

২. এই সময় শিক্ষার্থীদের খুব বেশি শারীরিক বিকাশ ঘটে। তাদের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করতে হবে এবং তাদের শারীরিক পরিবর্তন গুলি সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

৩. এই বয়সের ছেলে মেয়েদের দৈহিক বিকাশের জন্য স্কুলে নানারকম খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করা দরকার।

৪. যৌনচাহিদার উদগতির জন্য স্কুলে ছবি আঁকা , অভিনয় , নিত্য গীত, সাহিত্য রচনা প্রভৃতির সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। দেশাত্মবোধক গান , ভগবত সঙ্গীত স্কুলের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে গাওয়া উচিত।

৫. যৌনচাহিদার যথাযথ উদগমন এর জন্য বিদ্যালয় প্যারেড , বতচারী , N.C.C. , N.S.S. প্রভৃতিতে যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর যোগ দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

6. স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদেরকে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া কর্তব্য। বনভোজন , দলবেঁধে ভ্রমণ, নাটক, অভিনয়, বিতর্ক সভা গঠন প্রভৃতি কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া দরকার।

৭. এই স্তরের ছেলেমেয়েদের সামর্থ্যও রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভের জন্য বহুমুখী পাঠক্রম

Edit with WPS Office

প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক পাঠ্যবিষয়ের সুযোগ থাকাও দরকার।

৮. তাদের সামনে আদর্শবান পুরুষদের বাণী ও জীবনী শোনাতে হবে। যাতে তারা আদর্শবান মহাপুরুষদের আচরণ মেনে চলে চরিত্র গঠন হয়।

৯. এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক চাহিদা দেখা দেয়। শিক্ষক মহাশয় এই নৈতিক চাহিদাগুলো পূরণ করবেন , তাই শিক্ষক মহাশয় কে অবশ্যই নৈতিক আদর্শবান হতে হবে।

১০. বয়সন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতে চাই। এই জন্য স্কুলে একটি উপযুক্ত পাঠাগার থাকা প্রয়োজন । শিক্ষক ভালো বইয়ের নাম বলবেন ও শিক্ষার্থীরা যাতে সহজেই সেই বইগুলি পড়ার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

১১. এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তির আধিক্য দেখা যায়। এই চাহিদার বশবর্তি হয়ে তারা যাতে খারাপ সঙ্গে না মেশে সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

১২. কৈশোরের ছেলেমেয়েদের সামনে অভিভাবক বা বাবা-মা ঝগড়াঝাটি বা কোন খারাপ আচরণ করে , তা শিক্ষার্থীদের মনে খারাপ লাগে । তাই তাদের সামনে ভালো আচরণ ও সুসম্পর্ক রাখা দরকার।

কৈশোর কালের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের মূলকথা হলো সহানুভূতি । সহানুভূতির অভাব ও চাহিদার অবদমনের জন্যই এই বয়সে নানা প্রকার অপসংগতি দেখা যায়। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের প্রকৃত চাহিদা ভিত্তিক ভাবে গড়ে তুলতে হবে।